গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮ (খন্ড-২).৪৭৫

তারিখ: ০৫.১১.২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৫.১০.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত ।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৫.১০.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
০১.	মাগুরা জেলার সদর উপজেলাধীন মাগুরা আদর্শ ডিগ্রী কলেজে জনাব মোছা: হাসনা হেনা ১৯/০৮/২০০৬ তারিখের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে গত ০৬/১১/২০০৬ তারিখে প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান) পদে ৩য় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তার নিয়োগকালে প্রথম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০০৫ এর সার্কুলারে সমাজবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না । ২০০৬ সালের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৫/০৯/২০০৬ এবং ১৬/০৯/২০০৬ তারিখে যা বর্ণিত প্রভাষকের নিয়োগ পরীক্ষার পরে। ইতোমধ্যে ২য় শিক্ষক চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান করায় বর্তমানে তিনি ২য় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০০৫ অনুযায়ী বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসায় নিবন্ধন সনদ এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয় ২০/০৩/২০০৫ তারিখ হতে। প্রথম নিবন্ধন পরীক্ষা-২০০৫ এ প্রকৃতপক্ষে সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বর্ণিত বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০৬ সালের নিবন্ধন পরীক্ষায় সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বর্ণিত বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৫/০৯/২০০৬ এবং ১৬/০৯/২০০৬ তারিখে। কিন্তু কলেজটিতে প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান) পদে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ের ও নিবন্ধন পরীক্ষা-২০০৬ এর পূর্বে শুরু হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বর্ণিত কলেজের প্রভাষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মোছা: হাসনা হেনার এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কামনা করেছেন।	জনাব মোছা: হাসনা হেনা, প্রভাষক (সমাজ বিজ্ঞান) এর এম.পি.ও.ভুক্তির কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২.	জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলাধীন হাবিবুর রহমান কলেজের জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া, প্রভাষক (গণিত) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে অভিযোগ করেন যে, রফিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান) এর চেয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ অথচ তাঁকে পদোন্নতি দেয়া হয়নি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলেজটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোমিনকে এ বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য পত্র দেয়া হয়। জবাবে তিনি বলেন " বিগত ০৪.০৮.২০১৫ তারিখের গভর্নিং বডির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্ব থেকে অভ্যন্তরীণভাবে নির্ধারিত জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী জনাব মো: জহরুল ইসলাম ও জনাব মো: রফিকুল ইসলাম কে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হলে তারা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করে, জানুয়ারী ২০১৬ তারিখ হতে সহকারী অধ্যাপকের স্কেল প্রাপ্ত হন। জনাব মো: জহুরুল ইসলাম ও জনাব মো: রফিকুল ইসলামের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য ১৬.১০.২০১৬ তারিখের গভর্নিং বডির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অভ্যন্তরীণভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং জনাব মো: জহুরুল ইসলামকে কারণ দর্শানো হয়। অতপর গত ০৮.১১.২০১৬ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন এবং জনাব মো: জহুরুল ইসলামের কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবের স্বীয় স্বীকারোক্তিতে জনাব মো: জহুরুল ইসলাম, জনাব মো: রফিকুল ইসলাম এর চেয়ে কনিষ্ঠ প্রমাণিত হয় এবং ১৪.০৪.২০১৭ তারিখের গভর্নিং বডির সভায় জনাব মো: জহুরুল ইসলামের বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনাব মো: জহুরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক (হিসাববিজ্ঞান) জনবল কাঠামো মোতাবেক জনাব মো: রফিকুল ইসলামের চেয়ে এম.পি.ও'র দিক থেকে কনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁকে তাঁর বেতন কোড ৬ থেকে প্রভাষকের বেতন কোড ৭ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদস্থলে জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া, প্রভাষক (গণিত) কে সহকারী অধ্যাপকের বেতন কোড ৬ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনাব মো: জহুরুল ইসলাম কর্তৃক ০১.০১.২০১৬ হতে উত্তোলিত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনাব মো: জহুরুল ইসলামের বেতন পরবর্তী মাস হতে প্রভাষকের বেতন কোড ৭ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হতে কনিষ্ঠ শিক্ষক জনাব মো: জহুরুল ইসলাম কর্তৃক সহকারী অধ্যাপক হিসেবে	জনাব মো: জহুরুল ইসলাম এর পদবী সহকারী অধ্যাপক হতে প্রভাষক এবং বেতন কোড ৬ এর পরিবর্তে ৭ এ অবনমন করার সুপারিশ প্রদান করা হলো।

	অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য তাকে পত্র দেয়া হয়। অধিদপ্তরের পত্রের প্রেক্ষিতে বর্ণিত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আবদুল মমিন বিগত ০৫.১২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১,১৪,৮৫৫/-(একলক্ষ চৌদ্দ হাজার আটশত পঞ্চান্ন) টাকা সোনালী ব্যাংক, মেলান্দহ শাখা, জামালপুর এ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করেন। তিনি টাকা জমার চালানের কপি প্রেরণ করেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কলেজটির শিক্ষক জনাব মো: জহুরুল ইসলাম এর পদবী সহকারী অধ্যাপক হতে প্রভাষক এবং বেতন কোড ৬ এর পরিবর্তে ৭ এ অবনমন করার সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করেছে।	
০৩.	ময়মনসিংহ জেলার এন ইসলামিয়া একাডেমী কলেজের প্রভাষক (অর্থনীতি ও বানিজ্যিক ভূগোল), জনাব দেবাশীষ চক্রবর্তী-কে এম.পি.ও ভুক্তির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। জনবল কাঠামো নির্দেশিকা (৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ এ প্রণীত, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) মোতাবেক উক্ত শিক্ষককে সমন্বয় এর কোন সুযোগ আছে কিনা এ বিষয়ে উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল, ময়মনসিংহ এর মতামত হলো: "জনবল সম্পর্কিত নির্দেশিকায় দেখা যায় যে, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠানে বোর্ড কর্তৃক যে কোন বিষয়ের অনুমোদন থাকলে উক্ত বিষয়ে একজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার সুযোগ আছে। সে হিসেবে সংশ্লিষ্ট কলেজে বোর্ড কর্তৃক ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তার নিয়োগকালীন সময়ে 'অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল' বিষয়টির অনুমোদন ছিল। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা-১৩/এম.পি.ও নীতিমালা সংশোধন/২০১২/৪১৪, তারিখ: ১১.১২.২০১৩ খ্রিঃ মূলে জারীকৃত পরিপত্র মেতাাবেক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী কয়েকটি নতুন বিষয় সংযোজন, বিয়োজন ও বিষয়ের নাম পরিবর্তনের ফলে 'অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল' বিষয়টি বিয়োজন করলেও পরিপত্রের ২নং অনুচ্ছেদ বর্ণিত বিলুপ্ত/পরিবর্তিত বিষয়ে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের এম.পি.ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই মর্মে উল্লেখ রয়েছে"। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা হতে ২৯.০৭.২০০৪ তারিখ অর্থনীতি ও বানিজ্যিক ভূগোল বিষয় খোলার প্রথম স্বীকৃতি পায়। ২১.০৯.২০০৪ তারিখ নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ২৫.০৯.২০০৪ তারিখ যোগদান করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন এন ইসলামিয়া একাডেমী কলেজের জনাব দেবাশীষ চক্রবর্তী, প্রভাষক (অর্থনীতি ও বানিজ্যিক ভূগোল) এম.পি.ও ভুক্ত করার বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর নির্দেশনা কামনা করেছে।	জনাব দেবাশীষ চক্রবর্তী, প্রভাষক (বানিজ্যিক ভূগোল) কে এম.পি.ও. ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ প্রদান করা হলো।

০৪.	নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব মো: শহিদুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-৫৪২৮৫৭) কর্তৃক ভুয়া বি.এড সনদ দিয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে এম.পি.ও ভুক্ত হয়েছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল আওয়াল শিক্ষা মন্ত্রণালয় একখানা অভিযোগপত্র দাখিল করেন। দাখিলকৃত অভিযোগটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর সহকারি পরিচালক(সেসিপ), মাধ্যমিক উইং জনাব মো: সবুজ আলমকে তদন্তের জন্য তদন্তকারীর কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের মন্তব্য নিম্নরুপ : ১. প্রধান শিক্ষক জনাব মো: শহিদুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-৫৪২৮৫৭) কর্তৃক ভুয়া বি.এড সনদ দিয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে এম.পি.ও ভুক্ত হয়েছেন এমন অভিযোগের তথ্য প্রমাণ রয়েছে। ২. একই ব্যক্তি জনাব মো: শহিদুল ইসলাম এর নামে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ক্যাম্পাস থেকে একই সনে একাধিক বিএড/বিএড অনার্স/বিএড অনার্স কেটে সনদ ইস্যুর তথ্য প্রমান রয়েছে। বিএড এবং বিএড অনার্স দুটি আলাদা Department। তাই বিএড অনার্স কেটে বিএড করা যাথাযথ হয়নি। এছাড়া ০৫নং ক্রমিকে বর্ণিত বিএড সনদটি সঠিক নয় মর্মে প্রত্যয়ন রয়েছে। জনাব মো: শহিদুল ইসলামের বি.এড পাস যথাযথ ভাবে করা হয়নি এমন তথ্য প্রমান রয়েছে।	জনাব মো: শহিদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক এর ইনডেক্স বাতিল এবং বেতন-ভাতা হিসাবে গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৫.	নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলাধীন সাহতা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মজিবুর আহমেদ (ইনডেক্স নং-৪৭৫১৫৭) এর এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-২) মহোদয় এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১.১১.২০১৬ তারিখের নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৮.০০১(বকেয়া)২০১৩(খন্ড-১).৫৫৯ সংখ্যক স্মারক পত্রের ক্রমিক "খ" এ বর্ণিত হয়েছে জনাব শেখ মজিবুর আহমেদ (প্রধান শিক্ষক), সাহতা উচ্চ বিদ্যালয়, বারহাট্টা, নেত্রকোণা এর আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। উল্লেখ্য, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বিধি বহির্ভুতভাবে এম.পি.ও. ভুক্ত ২৫৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে দায়েরকৃত মামলায় না থাকায় বকেয়া বেতন-ভাতাসহ দুদকের চার্জশীট থেকে বাদ দিয়ে মামলা রুজু হওয়ায় এবং ইনডেক্সধারী বিবেচনায় জনাব শেখ মজিবুর আহমেদ (ইনডেক্স নং-৪৭৫১৫৭) কে অন লাইন প্রক্রিয়ায় পুণ: এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং জুলাই/২০১৭ মাসের এম.পি.ও তে উক্ত শিক্ষক বকেয়া ব্যতীত এম.পি.ও. ভুক্ত হন।	জনাব শেখ মজিবুর আহমেদ, প্রধান শিক্ষক এর অনুকুলে বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	প্রধান শিক্ষক আবেদনে উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষক হিসাবে বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। জুলাই ২০১৩ সালে তার নাম এম.পি.ও থেকে কর্তন করা হয় তিনি পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তারিখের কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সালে এম.পি.ও ভুক্ত হন। জনাব শেখ মজিবুর আহমেদ, প্রধান শিক্ষক ২০১৩ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। তিনি আবেদনে আর ও উল্লেখ করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের দন্ডবিধি ৪০৯/২০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে ৫(২) ধারায় মামলাটি চূড়ান্ত চার্জশীট ০৫.০৯.২০১৬খ্রিঃ তারিখ জনাব আব্দুছ ছাত্তার সরকার, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয় যেখানে তাকে কোন আসামী বা দোষী সাব্যস্ত করা হয় নাই।	
০৬.	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলাধীন কাদাকাঠি আরার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এস.এস.সি পরীক্ষা-২০১৭ চলমান অবস্থায় দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদুপায় অবলম্বন এবং সরকারি নির্দেশনা অমান্য করায় জনাব মো: ছবিলুর রশিদ, সহকারী শিক্ষক (ইনডেক্স নং-৫১৩৯১৭) এবং জনাব রসময় কুমার মন্ডল, সহকারী শিক্ষক (ইনডেক্স নং-১০৭৩৭৮৬) এর এম.পি.ও স্থগিত (Stop Payment) করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক উল্লিখিত শিক্ষকদ্বয়ের বেতন ভাতাদি ছাড়করণের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে একখানা আবেদন অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছেন। প্রধান শিক্ষক তার আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণিত দুইজন সহকারী শিক্ষক উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তারা সৎ, নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল ও ন্যায়পরায়ন। তাদের শিক্ষকতার জীবনে কোন রকম অবৈধ কার্যক্রমে সংযুক্ত থাকার নজির নেই। বিগত ২০১৭ সালে এস,এস,সি পরীক্ষায় দায়িত্ব অবহেলার দায়ে তাদের এম.পি.ও মার্চ-২০১৭ এ স্থগিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো ঘটনার দিন অর্থাৎ বিগত ১২.০২.২০১৭ তারিখে কেন্দ্র সচিব মহোদয়ের নোটিশের মাধ্যমে তাদেরকে শুধুমাত্র কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। ঐ দিন পরীক্ষা কেন্দ্রে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্র সচিবের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি কতিপয় পরীক্ষার্থী স্ব ইচ্ছায় গণিত (বহুনির্বাচনী) পরীক্ষায় সেট কোড একই পূরণ করে ফেলে এতে কক্ষ পরিদর্শক হিসেবে কোন রকম যাচাই করার পূর্বেই পরীক্ষা আরম্ভের ৮/১০ মিনিটের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বিষয়টি সনাক্ত করেন। তাছাড়া তিনি ঐ পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারের মৌখিক নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কক্ষ পরিদর্শকদ্বয়ের পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। তাই উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উল্লিখিত দুজন নির্দোষ শিক্ষক যাতে স্থগিতকৃত এম.পি.ও (বকেয়া বেতনসহ) ছাড় পায় তার সুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয়	জনাব মো: ছাবিলুর রশিদ, সহকারি শিক্ষক এবং জনাব রসময় কুমার মন্ডল, সহকারি শিক্ষক এর আবেদনের বিষয়ে ১(এক) মাসের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তদন্ত করবে এবং মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	অনুরোধ জানিয়েছে।	
০৭.	বগুড়া জেলার শেরপুর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক (দর্শন) জনাব মোছাঃ হাফসা খাতুন এম.পি.ও ভুক্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করেন। তিনি শেরপুর ডিগ্রী কলেজের চাকুরিরত অবস্থায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেই পদ হতে বেতন ভাতা গ্রহণ করেন। দুটো পদে চাকুরি এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে বেতন-ভাতা উত্তোলন করায় তাকে এম.পি.ও ভুক্ত না করার জন্য উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের আলোকে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার নওগাঁকে অনুরোধ করা হয়। জেলা শিক্ষা অফিসারের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোছাঃ হাফসা খাতুন, শেরপুর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক(দর্শন) পদে ২৬.০৮.২০১০ তারিখে যোগদান করেন এবং উক্ত পদে বেতন ভাতা না হওয়ায় তিনি আতাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়ায় সহকারী শিক্ষক পদে ২৯.০৯.২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তিনি উক্ত পদে ২৯.০৯.২০১০ খ্রিঃ হতে ১৩.০৬.২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এবং কর্মকালীন সময়ে সরকারি বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেছেন। মোছাঃ হাফসা খাতুন ১৪.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে আতাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরিরত ইস্তফা প্রদান করেছেন। অধ্যক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী মোছাঃ হাফসা খাতুন, প্রভাষক (দর্শন) শেরপুর ডিগ্রী কলেজে ২৯.০৮.২০১০ খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেছেন। তিনি কলেজে গরহাজির ছিলেন। জনাব মোছাঃ হাফসা খাতুন যেহেতু আতাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরিতে ইস্তফা প্রদান করেছেন এবং শেরপুর ডিগ্রী কলেজের ১৫.০৬.২০১৮ তারিখে সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছেন, সেহেতু তার এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত কামনা করা হলো।	জনাব মোছাঃ হাফসা খাতুন-কে এম.পি.ও. ভুক্তির কোন সুযোগ নেই মর্মে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৮.	নেত্রকোনা জেলার বারহাট্রা উপজেলাধীন বারহাট্রা কলেজের অধ্যক্ষ তার কালেজের উপাধ্যক্ষ, লাইব্রেরিয়ান ও ০২ (দুই) জন প্রদর্শকের ০১.০৬.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১১ পর্যন্ত বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য আবেদন করেন। বর্তমান কর্মস্থল ও পদে যোগদানের পূর্বে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে ইনডেক্সধারী হিসাবে ছিলেন। পূর্ববর্তী কর্মস্থল হতে পদত্যাগ করে বর্তমান পদে যোগদান করেন। উল্লিখিত শিক্ষকগন উক্ত সময়ে অর্থাৎ ০১.০৬.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১১(০৭ মাস) বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেননি মর্মে ব্যাংক কর্তৃক নন ড্রয়াল দাখিল করেছেন। নেত্রকোনা জেলার বারহাট্রা উপজেলাধীন বারহাট্রা কলেজের উপাধ্যক্ষ, লাইব্রেরীয়ান, ও ০২ (দুই) প্রদর্শকের	নেত্রকোণা জেলার বারহাট্রা কলেজের উপাধ্যক্ষ, লাইব্রেরীয়ান ও ২ জন প্রদর্শকের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	০১.০৬.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১১ পর্যন্ত ৩,৮০,৭৬৫/- (তিন লক্ষ আশি হাজার সাতশত পয়ষট্রি টাকা) বকেয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২৫.০৭.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এম.পি.ও কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। এম.পি.ও কমিটির সিদ্ধান্ত : কলেজের উপাধ্যক্ষ, লাইব্রেরীয়ান ও ০২ (দুই) প্রদর্শকের ০১.০৬.২০১১ খ্রিঃ হতে ৩১.১২.২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩,৮০,৭৬৫/-(তিন লক্ষ আশি হাজার সাতশত পয়ষট্রি) টাকা বকেয়া প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমতাবস্থায়, নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলাধীন বারহাট্টা কলেজের উপাধ্যক্ষ, লাইব্রেরীয়ান, ও ০২ (দুই) প্রদর্শকের ০১.০৬.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১১ পর্যন্ত ৩,৮০,৭৬৫/-(তিন লক্ষ আশি হাজার সাতশত পয়ষট্রি টাকা) বকেয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৫.০৭.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এম.পি.ও কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী সদয় নির্দেশনা কামনা করা হলো।	
০৯.	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলাধীন বড়ভিটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক কর্তৃক অনুমোদনবিহীন কম্পিউটার ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে অবৈধভাবে সরকারি অর্থ উত্তোলন সংক্রান্ত বিষয় তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা কামনা করেছেন। বিষয়টি তদন্ত- করার জন্য অত্র অধিদপ্তর হতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। জনাব মুহাম্মদ মতিউর রহমান এর কম্পিউটার সনদ যাচাইয়ের জন্য জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী, বগুড়ায় পাঠানো হয়। কম্পিউটার সনদটির সঠিকতা পাওয়া যায়নি। একইভাবে কম্পিউটার ও কৃষি বিষয় খোলার অনুমতিপত্র যাচাই করা হয় এবং এর সঠিকতা পাওয়া যায়নি। কম্পিউটার সনদ, কৃষি ও কম্পিউটার খোলার অনুমতিপত্রের সঠিকতা পাওয়া যায়নি। কম্পিউটার সনদ, কৃষি ও কম্পিউটার খোলার অনুমতিপত্রের সঠিকতা পাওয়া যায়নি।	বড়ভিটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সনদ জালিয়াতি এবং অর্থ গ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১০.	গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলাধীন বঙ্গরত্ন মহাবিদ্যালয়, কলিগ্রামের জনাব প্রদীপ কুমার বিশ্বাস (ইনডেক্স নং-৪১৯৬৯৫) প্রদর্শক (জীববিদ্যা) এর বিরুদ্ধে জনাব আনন্দ বৈদ্য ফৌজদারী মামলা ৯০/২০০২ দায়ের করেন। এজন্য তাকে তৎকালীন গভর্ণিং বডি ১৮.০২.২০০২ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করেন। কিন্তু মহামান্য আদালত ১১.০৮.২০১৫ তারিখে জনাব প্রদীপ কুমার বিশ্বাসকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। গভর্ণিং বডি আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে ১১.০৬.২০১৫ তারিখের সভায়	জনাব প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, প্রদর্শক (জীব বিজ্ঞান)-কে এম.পি.ও ভুক্তি করা যাবে, তবে বকেয়া বেতন-ভাতা প্রাপ্য হবেন না মর্মে কমিটি সুপারিশ করেন এবং ২.জনাব শ্রী কৃষ্ণ বারুরী, প্রভাষক (ইতিহাস) এর বকেয়া প্রদান সংক্রান্তে সার্বিক বিষয় বিবেচনা পূর্বক আইন উপদেষ্টা মতামত প্রদান করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	তার যোগদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তিনি ১০.০৭.২০১৬ তারিখে কলেজে পুনঃ যোগদান করেন। উল্লেখ্য মামলা চলাকালীন সময় ২০০৩ সালে তার নাম এম.পি.ও থেকে কর্তন করা হয়েছিল। আইন শাখার মতামত: প্রদর্শক (জীববিজ্ঞান) জনাব প্রদীপ কুমার বিশ্বাস এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জি আর মামলার রায় তার বিপক্ষে যায়। পরবর্তীতে তিনি ক্রিমিনাল আপীল নং-৭৮/০৬ দায়ের করেন। শুনানী শেষে আপীল মঞ্জুর হয়। জি আর মামলা ৯০/০২ এর রায় রদ ও রহিত করা হয় এবং প্রদীপ কুমার বিশ্বাসকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। ক্রিমিনাল মামলা থেকে জনাব প্রদীপ কুমার বিশ্বাস অব্যাহতি পেলেও তার নাম এম.পি.ও থেকে যেহেতু কর্তন করা হ-য়েছে সুতরাং তার নাম জনবল কাঠামোর বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক পুন: এম.পি.ও ভুক্ত করতে হবে। জনাব প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, প্রদর্শক (জীববিদ্যা) এম.পি.ও ভুক্ত ছিলেন। মামলার কারণে কীভাবে তার নাম এম.পি.ও থেকে কর্তন হলো তার কোন তথ্য নাই। যেহেতু তার নাম এম.পি.ও ভুক্ত ছিল সুতরাং তার নাম পুনরায় এম.পি.ও ভুক্ত করা প্রয়োজন নতুবা নতুন মামলার উদ্ভব হতে পারে। - আইন শাখার মতামত: জনাব শ্রী কৃষ্ণ বারুরীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সি আর মামলা নং-৪৬/২০০১ এর রায় তার বিপক্ষে ঘোষিত হয়। উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে জনাব শ্রী কৃষ্ণ বারুরী অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত গোপালগঞ্জ ফৌজদারী আপিল মামলা নং-৪০/২০০৮ দায়ের করেন। উক্ত ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা শুনানী অন্তে মঞ্জুর করা হয়। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ০৭.০৮.২০০৮ তারিখের দন্ডাদেশ রদ ও রহিতক্রমে আসামী শ্রী কৃষ্ণ বারুবীকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হতে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়। আসামীর জামিনদারগণকে তাদের জামিনের দায় হতে অব্যহতি দেয়া হয়। যেহেতু জনাব শ্রী বারুরী ক্রিমিনাল মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন এবং তার নাম এম.পি.ও থেকে কর্তন করা হয়েছে। সুতরাং তার নাম জনবল কাঠামোর বিধি বিধান অনুসরনপূর্বক পুন: এম.পি.ও ভুক্ত করা যেতে পারে। জনাব শ্রী কৃষ্ণ বারুরীর বয়স ৩১.১২.২০১৬ তারিখে ষাট বছর পূর্ণ হওয়ায় তার নাম এম.পি.ও শিটে নাই। এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ১৬ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, সংক্রান্ত পুস্তিকার ৯ নং ক্রমিক অনুযায়ী মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর ১৫ বছরের উর্দ্ধে বকেয়া প্রদানের এখতিয়ার না থাকায় জনাব শ্রী কৃষ্ণ বারুরীর ২০০০/মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া ১৫ বছরের অধিক সময়ের হওয়ায় উক্ত সময়ের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদানের বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কামনা করা হয়।	

১১.	নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ফতুল্লা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি), জনাব শাহিদা আক্তার-কে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১২.০২.২০০২ তাকে বরখাস্ত করেন। প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতানুযায়ী মে/২০০২ এ জনাব শাহিদা আক্তারের নাম এম.পি.ও শিট থেকে কর্তন হয়ে যায়। তৎপ্রেক্ষিতে নারায়ণগঞ্জ জজ আদালতে জনাব শাহিদা আক্তার তার বরখাস্তের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৩২০/০৬ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত গত ৩০.১১.০৯ তারিখের আদেশের বিবাদীগণ কর্তৃক বিগত ১৪.০৯.২০০২ তারিখের সূত্র নং-ফপাউবিঅ/০১/২০০২নং স্মারকের আদেশ Termineted, বেআইনী, অবৈধ এবং তা বাদীর উপর বাধ্য করে নহে মর্মে ঘোষনা করেন এবং বাদীনি স্ববেতনে চাকুরিতে বহাল আছে মর্মে ঘোষনা করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞ যুগ্ম জজ অর্থ ঋন আদালত, নারায়ণগঞ্জে দেওয়ানি আপিল মোকদ্দমা নং-০৫/১০ দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমাটি গত ২৫.১১.২০১০ খ্রিঃ তারিখের আদেশে দোতরফাসূত্রে না মঞ্জুর হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব শাহিদা আক্তার এম.পি.ও ভুক্তির স্কিমে অন্তর্ভুক্তির জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-২৫৬৪/২০১৫ দায়ের করেন। উক্ত মামলার গত ১৪.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখের রায় ও আদেশে Rule Absolute হয়ে Respondent দের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে, The respondents are hereby directed to reinstate the name of the petitioner in the MPO list and give her arrear salaries from June 2002, within 60(Sixty) days from the date of receipt of this judgement. উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে Civil petition for leave to appeal no.1565 of 2017 দায়ের হলে বর্ণিত মামলার গত ১৫.০৩.২০১৮ তারিখের আদেশে আপিল মোকদ্দমাটি খারিজ হয়ে যায়। ফলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ বহাল থাকে। এপ্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা গত ১৪.০৫.২০১৮ তারিখে লিখিত মতামতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সূত্রে উল্লিখিত স্মারকে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা উপজেলাধীন ফতুল্লা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি) জনাব শাহিদা আক্তার এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-২৫৬৪/২০১৫ এর ১৪.১২.২০১৬ তারিখের রায়/ আদেশ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে। তৎপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) শিক্ষক কর্মচারীগণের এম.পি.ও ভুক্তির অনুমোদনের নিমিত্ত গঠিত চূড়ান্ত কমিটির গত	জনাব শাহিদা আক্তার (সহকারী শিক্ষক) এর এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	২৫.০৭.২০১৮ তারিখের সভার ১৪ অনুচ্ছেদে কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করে সভায় সিদ্ধান্ত হয় বকেয়ার সময়কাল ১৭ বছর হওয়ায় রায়/আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্যাদিসহ পুন: বিবেচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।	
১২.	যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলাধীন রাজগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুল লতিফ এর বেতন ভাতা স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে তিনি মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-২৮৯/২০১০ দায়ের করেন এবং ২৫.০৩.২০১০ তারিখে রায় তার অনুকুলে যায়। সরকার পক্ষ প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপিল নং-১৩৬/২০১১ দায়ের করেন। সুপ্রীমকোর্ট ২০.০৮.২০১৫ তারিখে জনাব মো: আব্দুল লতিফ এর অনুকূলে রায় প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে জনাব মো: আব্দুল লতিফ অক্টোবর/২০০১ হতে মে/২০১২ পর্যন্ত মোট ১০ বছর ৮ মাসের বকেয়া বেতন ভাতা ১০,৪১,৭৫৮.৩৭ (দশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত আটান্ন টাকা সাইত্রিশ পয়সা) টাকা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। অত্র অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত: কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুল লতিফকে অক্টোবর/২০০১ থেকে মে/২০১২ পর্যন্ত বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ১৬ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে "আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ" সংক্রান্ত পুস্তিকার ৯ নং ক্রমিক অনুযায়ী মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিগত ১৫ বছরের উর্দ্ধে বকেয়া প্রদানের এখতিয়ার না থাকায় জনাব মো: আব্দুল লতিফ এর অক্টোবর/২০০১ হতে মে/২০১২ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন ভাতার সরকারি অংশ বাবদ ১০,৪১,৭৫৮.৩৭ (দশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত আটান্ন টাকা সাইত্রিশ পয়সা) টাকা প্রদানের বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কামনা করে।	জনাব মো: আব্দুল লতিফ এর বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৩.	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন গোহাইলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯৯৯ সালে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে জনাব জাহাঙ্গীর আলম ও দেলোয়ার হোসেন নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল শিট অনুযায়ী জনাব জাহাঙ্গীর আলম ১ম ও জনাব দেলোয়ার হোসেন ২য় হিসেবে নির্বাচিত হন। রেজুলেশন, নিয়োগপত্র ও যোগদানপত্র অনুযায়ী উক্ত শিক্ষকদ্বয়কে ১৫.০৯.১৯৯৯ ইং তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য পত্র দেওয়া হলে জনাব জাহাঙ্গীর আলম ০৫.০৯.১৯৯৯ ইং ও জনাব দেলোয়ার হোসেন ০৯.০৯.১৯৯৯ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিদ্যালয়টি মে/২০১০ পর্যন্ত নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। মে /২০১০ এ মাধ্যমিক হিসেবে এম.পি.ও ভুক্ত হয়। জনাব জাহাঙ্গীর আলম মে/২০১০ এ এম.পি.ও ভুক্ত হন। জনাব দেলোয়ার হোসেন এম.পি.ও ভুক্ত না হওয়ায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১৪৬৬/২০১১ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনের	জনাব দেলোয়ার হোসেন (সহকারী শিক্ষক) এর এম.পি.ও ভুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই, বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আবেদনটি নিষ্পত্তি করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	১১.১০.২০১৭ তারিখের রায়ের বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা লিখিত মতামতে উল্লেখ করেন, Since the Hon'ble court directed the respondents to dispose of the application of the petitioner, concerned Department of the directed should take necessary decision after perusal of the files of the above teacher as per law". উক্ত বিদ্যালয়ের মার্চ/২০১৮ এম.পি.ও শিট অনুযায়ী কোন শিক্ষকের পদ শুন্য নাই।	
১৪.	রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলাধীন নিমপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ইমদাদুল হক (ইনডেক্স নং-১০১৯৪০১) এর বিষয়ে একটি অভিযোগপত্র এ অধিদপ্তরে দাখিল করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি সূত্রোক্ত -২ স্মারকপত্রের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন এ অধিদপ্তরে দাখিল করেন। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের মন্তব্য/সুপারিশ: (ক) বর্ণিত প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ইমদাদুল হক (ইনডেক্স নং-১০১৯৪০১)এর নিয়োগকালীন সময়ে কাম্য ১২ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল না এমন অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তার নিয়োগ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকার (মার্চ/২০১৩ সংশোধিত) এর ১১.২ ধারার লংঘন। (খ) প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেও তিনি আগষ্ট/১৩ হতে অক্টোবর/১৬ পর্যন্ত সহকারি শিক্ষকের বেতন ভাতাদি অবৈধভাবে উত্তোলন করেছেন এমন অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। (গ) প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি Online এ নভেম্বর/২০১৬ মাসে এম.পি.ও ভুক্ত হন। (ঘ) প্রধান শিক্ষক হিসেবে Online এ এম.পি.ও ভুক্তির প্রস্তাবে ভুয়া/জাল ব্যাংক নন-জ্রয়াল সনদ দাখিল করেছেন এমন অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অত্র অধিদপ্তরের সূত্রোক্ত-৩ স্মারকপত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়াদি উল্লেখ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত-৪ স্মারকপত্রের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয় : (ক) জনবল কাঠামো নির্দেশিকা ১৮(১)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনাব মো: ইমদাদুল হক এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ সাময়িকভাবে স্থগিত করে কেন তা স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানো ; (খ) জনাব মো: ইমদাদুল হক কর্তৃক ভুয়া ব্যাংক নন জ্রয়াল দাখিল করায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করণ ;	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০১৬.২০১০(খন্ড-১).৫২, তারিখ: ২২.০১.২০১৮ এর আদেশ মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	(গ) জনাব মো: ইমদাদুল হক কর্তৃক এ যাবত গৃহীত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; (ঘ) প্রয়োজনে PDR Act, ১৯৯৩ এ মামলা দায়ের করে এ অর্থ আদায় করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এর নির্দেশনার আলোকে বর্ণিত প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতাদি মার্চ/২০১৮ মাসের এম.পি.ও তে সাময়িক স্থগিতকরণ (Stop Payment) করা হয়। যা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। অধিদপ্তরের স্মারকপত্রের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর ১৭.০৮.২০১৩ খ্রি: হতে ৩০.০৯.২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সহকারি শিক্ষক পদের বিপরীতে অবৈধভাবে গৃহীত সরকারি অর্থ (বেতন ভাতাদি) সরকারি কোষাগারে জমাদানের নির্দেশনা হয়। তিনি উক্ত অর্থ বাবদ ৪,৮১,৬৭০/-(চার লক্ষ একাশি হাজার ছয়শত সত্তর) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন। যার চালান নং-২৬, তারিখ: ১১.০৩.২০১৮খ্রি: সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চারঘাট শাখা, রাজশাহী। অধিদপ্তরের স্মারকপত্রের মাধ্যমে তৎকালীন বিদ্যমান নীতিমালা লংঘন ও উল্লিখিত অপরাধ করায় জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮এর ১৮.১(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার সাময়িকভাবে স্থগিতকৃত এম.পি.ও.(বেতন ভাতার সরকারী অংশ) কেন স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না মর্মে তার কারণ দর্শানো হয়। তিনি তথ্যাদিসহ কারণ দর্শানোর জবাব এ অধিদপ্তরে দাখিল করেন। তার দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক নয়।	

০২. এমতাবস্থায়,কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪. উপসচিব, কলেজ-৬/বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সিস্টেম্স এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।